সংবাদ

তারিখ ... 19 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

মাদ্রাসা সুপারের বর্বরতা

বিচার নিশ্চিত করতে হবে

গোসল না করে শ্রেণীকক্ষে যাওয়ার অপরাধে ৬ বছরের এক মাদ্রাসা শিশু শিক্ষার্থীকে পুকুরের ঠাণ্ডা পানিতে দাঁড় করিয়ে রাখার পর চুলার আগুনে ছেঁকা দিয়ে দগ্ধ করার অভিযোগ উঠেছে মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে গত বুধবার বরিশালের মুলাদী উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের চরসেলিমপুর ফজলুল উলুম সেরাতুল কোরআন মাদ্রাসায়। জীবন-মৃত্যুর যন্ত্রণায় শিশুটি বর্তমানে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (শেবাচিম) বেডে কাতরাচ্ছে বলে জানা যায়।

শিশুটির পিতা নূর আলম হাওলাদার জানান, তার ৬ বছর বয়সের পুত্র মাহিমকে সম্প্রতি ওই মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। ঘটনার দিন অর্থাৎ গত বুধবার গোসল না করে মাদ্রাসায় যাওয়ার অপরাধে মাদ্রাসা সুপার মাওলানা মো. আল-আমিন ক্ষিপ্ত হয়ে ক্লাসরুমে মাহিমের গলা চেপে ধরেন। একপর্যায়ে শিশু মাহিম ক্লাসরুমের মধ্যেই মলত্যাগ করে। এতে সুপার আরও ক্ষিপ্ত হয়ে মাহিমকে মাদ্রাসার পুকুরে নামিয়ে গলা পর্যন্ত পানির মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখেন। মাহিম শীতে কাঁপতে থাকলে সুপার মাহিমকে পুকুর থেকে তুলে হাত-পা ধরে মাদ্রাসার রান্নাঘরের চুলার আগুনের ছেঁকা দেন।

এতে মাহিমের পেটের একটি অংশ দগ্ধ হয়। মাহিমের পিতা বলেন, বিষয়টি কাউকে না বলার জন্য সুপার অন্য ছাত্রদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার জন্য সুপার স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহলের যোগসাজশে মাহিমের পরিবারকে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতিসহ হুমকি প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছেন বলে জানা যায়।

মাদ্রাসাছাত্রকে পৈশাচিক নির্যাতনের ঘটনা শুধু এটাই নয়, বিভিন্ন সময় মাদ্রাসাছাত্র নির্যাতনের খবর পাওয়া যায়। যেভাবে বা যে কায়দায় শিশু মাহিমকে নির্যাতন করা হয়েছে, তা শুধু পৈশাচিক এবং নিষ্ঠুরই নয় চরম অমানবিকও। প্রশ্ন হচ্ছে, গোসল না করে আসার ঠুনকো অজুহাতে মাদ্রাসা সুপার শিশু ছাত্রটির ওপর এতটা চড়াও হলেন কেন। তিনি শিশুটির প্রতি নির্দয় আচরণ করে এটাই প্রমাণ করলেন যে তিনি শিশু নির্যাতনকারী। তার আচরণ যে মোটেই শিক্ষকসুলভ নয়, সেটাও স্পষ্ট। শিক্ষকসুলভ তো নয়ই বরং তিনি প্রভাবশালী মহলের যোগসাজশে শিশুটির পরিবারকে ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছেন। প্রমাণ করলেন শুধু নির্যাতন করাই নয়, সন্ত্রাসী কায়দাও রপ্ত হয়েছে মাদ্রাসা সুপারের।

আমরা চাই, এই পৈশাচিক, নিষ্ঠুর ও বর্বর শিশু নির্যাতনকারীর কঠোর বিচার হতে হবে। ৬ বছরের শিশু মাহিমের ওপর পৈশাচিক নির্যাতন করার ও তার পরিবারকে ভয়ভীতি ও হুমকি দেয়ার অভিযোগে মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা তার কঠোর শাস্তি প্রত্যাশা করছি।